প্রথম আলো

তারিখ 19 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চলছে অনির্বাচিত উপাচার্যদের শাসন

ইন্নাস আলীর মতো বিজ্ঞানী, আবুল ফজলের মতো সাহিত্যিক, এ আর মল্লিক ও আবদুল করিমের মতো ইতিহাসবিদ ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। স্বনামধন্য এসব শিক্ষক উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি শিক্ষা, গবেষণাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে গেছেন।

কিন্তু প্রায় তিন দশক ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার চেয়ে দলীয় পরিচয়ই প্রাধান্য পাচ্ছে। পিএইচডি ডিগ্রি ছাড়াই উপাচার্য হওয়ার বেশ কয়েকটি নজির রয়েছে, যা সচরাচর অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে না।

সিনেটে নির্বাচনের মাধ্যমে উপাচার্য নির্বাচিত হওয়ার কথা থাকলেও গত প্রায় দুই যুগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনটি ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক একজন উপাচার্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলো*কে বলেন, নির্বাচিত হলেও সরকার চাইলে যে কাউকে অপসারণ করতে পারে।

পাহাড়ঘেরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করা ১৭ জন উপাচার্যের মধ্যে ১০ জনই অনির্বাচিত। ৩ জন ছিলেন ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারি হওয়ার আগে। সর্বশেষ ১৯৮৫ সালে মোহাম্মদ আলী ও ১৯৮৮ সালে আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন উপাচার্যের দায়িত্ব নেন সিনেটে নির্বাচিত হয়ে। ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার নির্বাচিত উপাচার্যকে সরিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ চালু করে। এর পরদিন সরকার নিয়োগ দেয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রফিকুল ইসলাম চৌধুরীকে (আর আই চৌধুরী)। সেই ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্ত ১০ জন উপাচার্যের কেউই আর নির্বাচিত হননি।

প্রয়াত আর আই চৌধুরী সুষ্ঠু গণতন্ত্র চর্চার জন্য আজীবন কাজ করে গেছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত উপাচার্যকে সরিয়ে অগণতান্ত্রিকভাবে তাঁকে নিয়োগ দেওয়ার স্মৃতি এখনো অনেকের মধ্যে রয়ে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ একাধিক অধ্যাপক জানান, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর উপাচার্য পদে চারজন জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকের নাম আলোচনায় ছিল। কিন্তু চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরীর পছন্দ অনুযায়ী আবদুল মান্নান উপাচার্য হন। তাঁর পিএইচডি ডিগ্রি ছিল না। কিন্তু তিনি শিক্ষক হিসেবে গ্রহণযোগ্য ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

> প্রায় তিন দশক ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার চেয়ে দলীয় পরিচয়ই প্রাধান্য পাচ্ছে। পিএইচডি ডিগ্রি ছাড়াই উপাচার্য হওয়ার বেশ কয়েকটি নজির রয়েছে

পিএইচডি ডিগ্রি না থাকা উপাচার্যদের মধ্যে আরও ছিলেন মোহাম্মদ আলী ও এ জে এম নুরউদ্দীন চৌধুরী। নুরউদ্দীনের পর ২০০৬ সাল থেকে তিন বছর উপাচার্যের দায়িত্বে ছিলেন এম বদিউল আলম। সাবেক উপাচার্য আবু ইউসুফ খান স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির দাপটে অবরুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

১৯৬৬ সালের ১৮ নভেম্বর শুরু হওয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন প্রয়াত এ আর মল্লিক (আজিজুর রহমান মল্লিক)। এই শিক্ষাবিদ ও ইতিহাসবিদ দেশের প্রথম শিক্ষাসচিব, অর্থমন্ত্রীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এরপর প্রায় নয় মাস ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ছিলেন ইউ এন সিদ্দিকী। তৃতীয় উপাচার্য এম ইন্নাস আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে বহুমুখী সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী আবুল ফজল উপাচার্যের দায়িত্ব নেন।

পঞ্চম উপাচার্য ইতিহাসবিদ আবদুল করিম মুদ্রা ও শিলালিপি বিশ্লেষণ করেছেন। ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে উপাচার্যের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এর কারণ হিসেবে বলা হয়, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ছাত্রকে ভর্তির জন্য নিয়মবহির্ভূতভাবে সুপারিশ করেছিলেন। ষষ্ঠ উপাচার্য উদ্ভিদবিজ্ঞানী এম এ আজিজ খান ১৯৮১-৮৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ উদ্যান প্রতিষ্ঠা পায়। সাবেক উপাচার্য আবদুল মান্নান প্রয়াত এম এ আজিজ সম্পর্কে লিখেছেন, 'বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতাবিরোধীরা যে উল্লাস-নৃত্য করে তা তাঁর প্রশ্রয়ে শুরু হয়েছে বলে অনেকের ধারণা।' (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় : ছাত্রলীগের মাস্তানি ও একটি শোকপ্রস্তাবের কাহিনি, ৭ মে, ২০১১, *প্রথম আলো*)। একই লেখায় তিনি উল্লেখ করেন, আবদুল আজিজ খান একটি কারণে প্রশংসা পেতে পারেন এবং তা হচ্ছে তিনিই প্রথম এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৩ সালের আইন পুরোপুরি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

২০১০ সালে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে মোহাম্মদ আলাউদ্দীন মাস ছয়েক দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে মোহাম্মদ ফজলী এক বছর উপাচার্য ছিলেন, যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। বিতর্কিত উপাচার্য আনোয়ারুল আজিম আরিফের পিএইচডি ছিল না। তবে তাঁর একাডেমিক ফল ভালো ছিল। ২০১১ সালে অনির্বাচিত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে চার বছর পার করেন। এরপর আবার চার বছর দায়িত্বে থাকার সব আয়োজন করেন। কিন্তু দুর্নীতি, অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অসংখ্য নজির সৃষ্টি করে তিনি বিদায় হন।

গত বছরের জুনে ১৭তম উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেন ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী, যিনি জাপানের সুকুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছেন। তিনি উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের উদ্যোগ নেননি। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কমিটিকে মিষ্টিমুখ করিয়ে সম্প্রতি তিনি সমালোচিত হন।

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী, উপাচার্য নির্বাচনের দায়িত্ব যে সিনেটের, সেই সিনেটই প্রায় অকার্যকর। সর্বশেষ তিন বছর মেয়াদি ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন হয়েছিল ১৯৮৬ সালে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-চাকসুর সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছে ১৯৯০ সালে।